দশম অধ্যায়: গণতান্ত্রিক মনোভাব

▶ যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ক. শ্রেণিশিক্ষক শ্রেণিনেতা নির্বাচনের জন্য সকলের মতামত গ্রহণ করেন। এতে শিক্ষকের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? বিদ্যালয়ের কাজে উক্ত গুণ আমরা কীভাবে ব্যবহার করবো সে সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: এতে শিক্ষকের গণতান্ত্রিক মনোভাবের গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।
বিদ্যালয়ের কাজে গণতান্ত্রিক মনোভাব ব্যবহার সম্পর্কে চারটি বাক্য—

১. শ্রেণিকক্ষ সাজানোর ক্ষেত্রে সকলের মতামতে সিদ্ধান্ত নেব।
২. ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনে গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখাবো।
৩. বনভোজন আয়োজনে সকলের মতামত গ্রহণ করবো।
৪. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনেও আমরা সকলের মতামত গ্রহণ করবো।

প্রশ্ন-খ. মমতাদের বিদ্যালয়ে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক কারো সাথে আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত নেন। প্রধান শিক্ষকের আচরণে কোন গুণটি অনুপস্থিত? বিদ্যালয়ের কাজে উক্ত বিষয়টির চারটি ব্যবহার উল্লেখ কর। ১+৪=৫

উত্তর: প্রধান শিক্ষকের আচরণে গণতান্ত্রিক মনোভাব গুণটি অনুপস্থিত।
বিদ্যালয়ের কাজে গণতান্ত্রিক মনোভাবের ৪টি ব্যবহার-

১. ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের ক্ষেত্রে।
২. বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের বিষয়ে সকলের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচন করবো।
৩. শ্রেণির দলনেতাও আমরা সবার পছন্দের ভিত্তিতে নির্বাচন করবো।
৪. বিদ্যালয়ের মাঠ, শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রেও আমরা গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখাবো।

প্রশ্ন-গ. আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের জনগণ দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছে। এখানে কোন মূলনীতিটির কথা বলা হয়েছে? মূলনীতিটি সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: এখানে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। গণতন্ত্র সম্পর্কে চারটি বাক্য—

১. গণতন্ত্র অর্থ জনগণের শাসন।
২. গণতন্ত্রের মূলকথা হলো সবার মতকে সম্মান করা এবং অধিকাংশের মত অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
৩. গণতন্ত্রে কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা হয় না।
৪. গণতন্ত্র মানুষকে মত প্রকাশের সুযোগ দেয়।

Teachingbd.com

প্রশ্ন-ঘ. দেশপ্রেম কী? দেশপ্রেম প্রয়োজন কেন? একজন দেশপ্রেমিকের তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ। *[প্রা.শি.স.প.২০১৬]* ১+১+৩ = ৫

উত্তর: মাতৃভূমি তথা দেশের প্রতি ভালোবাসাই দেশপ্রেম।

দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্যই দেশপ্রেম প্রয়োজন।

একজন দেশপ্রেমিকের তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান।

২. দেশের সকল আইন মেনে চলা।

৩. দেশের সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

প্রশ্ন-ঙ. গণতান্ত্রিক মনোভাব কী? বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চারটি ধাপ উল্লেখ কর। *[প্রা.শি.স.প. ২০১৬]* ১+৪ = ৫

উত্তর: অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সম্মান করাকে গণতান্ত্রিক মনোভাব বলে।

বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। এর মধ্যে শ্রেণিনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে ধাপগুলো মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা হলো—

প্রথম ধাপ: যারা শ্রেণিনেতা হতে আগ্রহী তাদের নাম সংগ্রহ করতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ: আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নাম বোর্ডে লিখতে হবে।

তৃতীয় ধাপ: সকল শিক্ষার্থীকে কাগজের টুকরা দেওয়া হবে, যাতে তাদের পছন্দের শ্রেণিনেতার নাম লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

চতুর্থ ধাপ: শিক্ষক সংগৃহীত নাম গণনা করে, বোর্ডে নামের পাশে সংখ্যা লিখে, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক যার নাম এসেছে তাকে শ্রেণিনেতা হিসেবে ঘোষণা করবেন।

Teachingbd.com